বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ

আদিপুস্তক ৫ অধ্যায় ৬-৩২পদ

আদিপুস্তক ৪ এবং ৫ অধ্যায়কে ৬ অধ্যায়ের মহা-জলপ্লাবনের পটভূমিকা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। যে জলপ্লাবনের দ্বারা ঈশ্বর নোহের পরিবার ব্যতীত সমস্ত মানুষকে ধংস করেছিলেন। নোহ ও তাঁর পরিবার এই জলপ্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, কারণ তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কথা ও তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের কথা শুনেছিল। আজ যখন আমরা আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের কথা শিখছি, আমাদের কাছেও এই সত্য একইভাবে প্রযোজ্য। কারণ, শেষবিচারে আমাদের প্রত্যেককে দাঁড়াতে হবে এবং সেদিন মৃত্যু থেকে জীবনে পার হবার একমাত্র শর্ত হল, আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের কথায় ও তাদের ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস ও বিশ্বাস অনুসারে জীবন। যীশু স্বয়ং বলেছেন, ***"বাস্তবিক নোহের সময় যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে"*** (মথি ২৪.৩৭)। যীশুর এই কথা স্মরণ করে, ৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত আদম-বংশের বিবরণ থেকে আমরা আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের কথা শুনব ও উপলব্ধি করব।

প্রথমেই, পরিবারের মূল্য বা গুরুত্ব আমাদের চোখে পড়ে। এই পৃথিবীতে প্রথম পরিবার হিসাবে ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সেই পরিবার পাপের দ্বারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এরই ফলস্বরূপ, ৪র্থ অধ্যায়ে আমরা ভ্রাতৃহত্যার মত মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ৪র্থ অধ্যায়ের শেষে আমরা কয়িন-বংশের বিবরণ পেয়েছি। যদিও তারা একদিকে নগর-পত্তন করেছিল বা প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পকলায় বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল; অন্যদিকে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকে তাদের সমূহ অবনতি হয়েছিল। এখানে, যীশুর কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, ***"বস্তুত, মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কী লাভ হইবে?"*** (মথি ১৬.২৬)। লেমকের কথা বলে কয়িন-বংশের বিবরণ শেষ হয়েছে, যে ছিল কয়িনের থেকে দশগুণ দুষ্ট। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, মন্দতা কখনও থেমে থাকে না; মন্দতা একবার যদি মাটিতে শিকড় ছাড়ে, তা সর্বদাই আকারে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি একমাত্র ঈশ্বরের উপস্থিতির দ্বারাই প্রতিহত করা সম্ভব।

সকলেই কিন্তু কয়িন ও তার বংশধরদের অনুসরণ করেনি। যখন কয়িনের বংশধররা ঈশ্বরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেছে, তখন শেথ ও তাঁর বংশধররা হেবলের ন্যায় প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা পুনরায় শুরু করেছে (৪.২৬)। সুন্দর পরিবার বা ঈশ্বরভীরু সন্তান আপনা আপনি আসে না। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি প্রজন্মের সঠিক দায়িত্ব পালন। তাই, এক প্রজন্ম যখন বিশ্বাসের জীবন যাপন করে, পরবর্তী প্রজন্ম তখন তাদের অনুসরণ করে। সমগ্র জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে, কিন্তু কোন এক প্রজন্ম যদি ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের আলো জ্বালায়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম সেই আলোকে অনুসরণ করার পথ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয়তঃ আমরা লক্ষ্য করি যে, *"... বৎসর হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল"*- এই কথা আদম-বংশ বিবরণে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই বংশ বিবরণে যে কয়জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য (কেবল হনোক বাদে) এই কথা প্রযোজ্য। ৫ অধ্যায়ে এই কথা ৮বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই কথা হবার প্রতি শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে আমাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় -- নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলে তারা ***"কোন ক্রমে মরিবে না"*** (৩.৪)। কিন্তু শয়তানের সেই কথা যে কতখানি মিথ্যা, তা আদি ৫ অধ্যায় আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে। শেথের বংশধররা যদিও অনেক বৎসর এই পৃথিবীতে বেঁচেছিল, কিন্তু হনোক বাদে তাদের প্রত্যেকের জীবনে মৃত্যু এসেছিল।

সমগ্র বাইবেলে কেবল দুটি স্থানে এর ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই। তাদের একজন হলেন পুরাতন নিয়মের

মহান ভাববাদী 'এলিয়', যিনি অগ্নিময় রথ ও অগ্নিময় অশ্বদের দ্বারা ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে স্বর্গে উঠে গিয়েছিলেন (২ রাজা ২.১১)। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হল 'হনোক', যাঁর সম্বন্ধে আদি ৫.২৪ পদে বলা হয়েছে, *"হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।"* ইব্রীয় ১১.৫ পদে হনোক সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ***"বিশ্বাসে হনোক লোকান্তরে নীত হইলেন, যেন মৃত্যু না দেখিতে পান; তাঁহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন। বস্তুতঃ লোকান্তরে নীত হইবার পূর্বে তাঁহার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন।"*** ঈশ্বরের দ্বারা লোকান্তরে নীত হবার আগে হনোক পৃথিবীতে যে জীবন-যাপন করেছিলেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে আদি ৫ অধ্যায়ে দু-বার একই কথা বলা হয়েছে) *"ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন।"* কিন্তু "ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন" কথার অর্থ কী? এর অর্থ, প্রথমত, ঈশ্বর যেদিকে চলেন, সেইদিকে পথ চলা। এখন, ঈশ্বর যেহেতু সর্বদা পাপের বিপরীতে চলেন; হনোকও পাপ পরিপূর্ণ পৃথিবীতে পাপ থেকে দূরবর্তী জীবন-যাপন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে পথ চলা। তা নাহলে উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। জীবনের চলার পথে অনেক চড়াই-উৎরাই থাকা সত্বেও ঈশ্বরের হাত ধরে, তাঁর সাহায্যে ও তাঁর উপর নির্ভরতায় হনোক পথ চলেছিল। এই পথ সংকীর্ণ, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পথপ্রদর্শক হওয়ায়, আমরা আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারি। এই পথে চলতে হলে, ঈশ্বরের কথা মেনে চলতে হবে। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের কথাকে অবহেলা করে নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধি তে এই পথে চলতে চাই, তাহলে আমরা সকলে পতিত হতে বাধ্য। এর সত্যতা আমরা মিশর থেকে কনানের পথে ইজরায়েলীয়দের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই। প্রতিজ্ঞাত দেশের খুব কাছাকাছি এসেও যখন ইজরায়েলীয়রা ঈশ্বরের সঙ্গে কনানে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে; ঈশ্বর তাদের সেই ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে দেন। যার ফলস্বরূপ, কনান দেশে প্রবেশ করতে তাদের আরও ৪০০ বৎসর লেগেছিল। কিন্তু হনোক সেই ভুল করেনি, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে, ঈশ্বরের হাত ধরে পথ চলেছিলেন। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের সঙ্গে একমত হয়ে পথ চলা। দুই-জনের মধ্যে মতের অমিল থাকলে, কখনও একসঙ্গে পথ চলা সম্ভব নয়, ***"একপরামর্শ না হইলে দুই ব্যক্তি কি একসঙ্গে চলে?"*** (আমোষ ৩.৩)। ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলতে হলে, আমাদের তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে চলতে হবে। কোন ঘটনা বা বিষয় সম্বন্ধে ঈশ্বর যখন তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁর বাক্যের দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, তখন যেন আমরা তার বিরুদ্ধে আমাদের ইচ্ছার কথা না বলি।

আবার ইব্রীয় ১১.৫-৬ পদে হনোক সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, তার থেকেও আমরা "ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করা" কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারি। ৫-৬ পদে বলা হয়েছে, *" . . . হনোক ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তার একথা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যাঁহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা।"* আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাঁর প্রীতির পাত্র হতে পারি? আমরা অনেকে মনে করি যে, আমরা পরিশ্রম সহকারে তাঁর সেবা বা পরিচর্যা করে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি। কিন্তু ১ *যোহন* ৩.২১-২৪ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে তাঁর কাজ করার আগে আমাদের যে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন, তাহল যীশুতে বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি প্রেম। কারণ, এ দুটি বিষয় থেকেই তাঁর জন্য পরিচর্যা, সেবা, সাক্ষ্য বা দান আসে। আবার আমরা অনেকে ঈশ্বর আরাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই। খুব ভালো কথা, কিন্তু তার আগে আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তঃকরণ কি ঈশ্বরে আছে? যীশু নিজে ফরীশীদের মিথ্যা ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে যিশাইয় ভাববাদী থেকে বলেছেন ***"এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে; এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে"*** (মথি ১৫.৮-৯)। আবার অনেকে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে ধর্মপালনের কথা বলে থাকেন। মথি ১৫.৯ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"মনুষ্যদের***

আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।" যীশু এখানে মানুষের তৈরী ঐতিহ্য বা পরম্পরা বা নিয়ম-শৃঙ্খলাকে নির্দেশ করেছেন। না, ধর্মের নামে ধর্মপালন দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া যায় না। ঈশ্বরের জন্য বিভিন্ন পরিচর্যা, সেবা, ঈশ্বর আরাধনা, বা খ্রীস্ট ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন পালন করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা যদি এই সকল বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই; তাহলে আমরা কখনও সফল হব না। কারণ, ইব্রীয় ১১.৬ পদ বলে, ***"বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়।"*** হনোক এই সত্য জানতেন; তাই তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হতে পেরেছিলেন।

হনোক যেমন ৩০০ বৎসর ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করেছিলেন, তদ্রূপ আমাদেরও ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলতে আহ্বান করা হয়েছে, ***"দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল"*** (ইফিষীয় ৫.৮); ***"তোমরা আত্মার বশে চল"*** (গালাতীয় ৫.১৬, ২৫); ***"আমরা যেন জ্যোতিতে চলি, . . . কারণ ঈশ্বর জ্যোতি"*** (১ যোহন ১.৭); ***''তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চল"*** (১ থিষ ২.১২)। আরও একটি বিষয় আমরা দেখতে পাই, হনোক কিন্তু সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করেননি। শাস্ত্র বলে, *"মথূশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন।"* প্রথম ৬৫ বৎসর হনোক যদিও জগতের অন্য মানুষদের ন্যায় জীবন-যাপন করেছিল, কিন্তু মথূশেলহকে জন্ম দেবার পর হনোক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন শুরু করে। কেন এই পরিবর্তন হনোকের জীবনে ঘটেছিল? এর উত্তর যদিও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়, তথাপি আমরা কিছু সূত্র অনুসরণ করতে পারি। প্রথমতঃ 'মেথূশেলহ' নামের অর্থ, "তার মৃত্যু ইহা আনয়ন করবে," বা "যখন সে মরবে, তখন তা আসবে।" এখন, কী আসবার কথা বলা হয়েছে? ৬ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে আমরা "জলপ্লাবন" আসবার কথা চিন্তা করতে পারি। দ্বিতীয়ত, যিহূদা ১৪-১৬ পদে বলা হয়েছে, হনোক এই লোকদের উদ্দেশে এই ভাববাণী বলেছেন, *"দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সঙ্গে আসলেন, যেন সকলের বিচার করেন . . .।"* মহা জলপ্লাবনের দ্বারা ঈশ্বর যে বিচার আনতে চলেছেন, হনোক তা উপলব্ধি করেছিলেন; এবং সে যখন তা উপলব্ধি করে, তখন তার পুত্রের জন্ম হয়। ফলস্বরূপ, সে তার পুত্রের নাম রাখে, "যখন সে মরবে, তখন তা (জলপ্লাবন) আসবে।" এই পুত্রে জন্মের দ্বারাও ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। কারণ, বাইবেলের শিক্ষানুসারে, এই পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে, মেথূশেলহ তাদের মধ্যে সবথেকে বেশি বৎসর (৯৬৯) বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ, মেথূশেলহের নামের দ্বারা ঈশ্বর যে মহাবিচার আনতে চলেছিলেন, তার জন্য ঈশ্বর এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলেন। ২ পিতর ৩.৮-৯ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই এক কথা ভুলিও না যে, প্রভুর কাছে একদিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর একদিনের সমান। . . . কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তাঁহার বাসনা।"***

আদম-বংশের বিবরণে উল্লিখিত চরিত্রদের মত আমাদেরও এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। এর দ্বারা আমরা যাদের (শারীরিক বা আত্মিক সন্তানদের) পিছনে ফেলে যাব, তারা আমাদের বিষয়ে কী মনে রাখবে? তারা কি হনোকের মত আমাদের সম্বন্ধে বলতে পারবে, "এই ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করত?" বা "এই ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিল?" কিন্তু আপনি যদি এখনও যীশুকে না জানেন, তাহলে এমন কথা আপনার সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়। আপনার এই পৃথিবীতে জীবন তথা অনন্তকালীন জীবন কেবল একটি প্রশ্নের উপরই দাঁড়িয়ে আছে, "আপনি যীশুর প্রতি কী করেছেন?" আসুন, আমরা আমাদের বিশ্বাসের পূর্বপুরুষদের কথা শুনি ও তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)